মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেবার জন্য শিক্ষা

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বার্তা

মহান বিজয় দিবস সংখ্যা
১৬ ডিসেম্বর ২০১৯

টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার (এসডিজি ১৪)

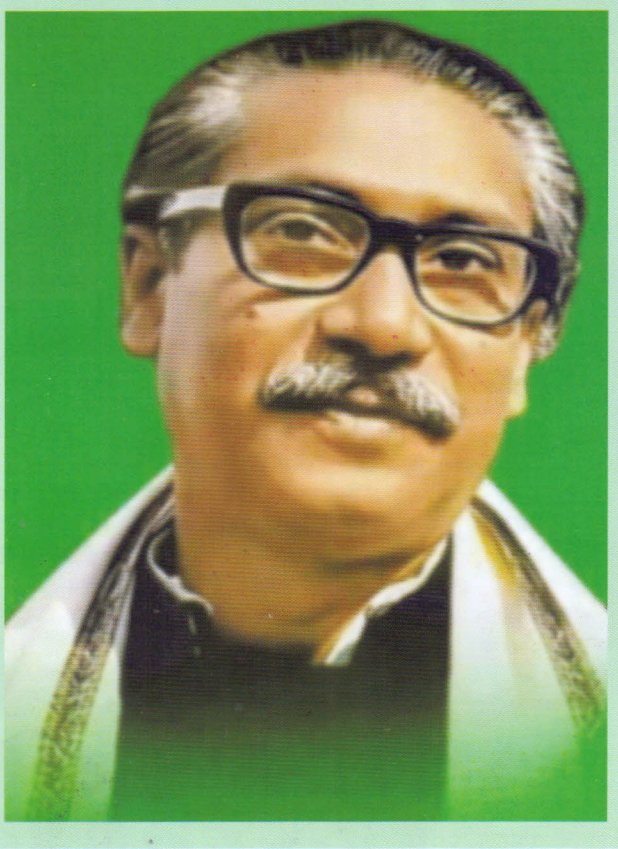

মহান বিজয় দিবসে

**বাংলাদেশের স্বাধীনতার অকুতোভয় নেতা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।**

এক নজরে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ঐতিহাসিক পটভূমি

এমএফএ প্রতিবেদক ■

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দূরদর্শী চিন্তার ফসল ও তৎকালীন সোভিয়েত সরকারের দ্বিপাক্ষীক সহায়তার নিদর্শন হিসেবে ১৯৭৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কার্যক্রম শুরু হয়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিশেষ করে জনগণের প্রোটিন চাহিদা নিরসন কল্পে বঙ্গোপসাগর হতে মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রযুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রাশিয়া সরকারের কারিগরি সহায়তা চান। তার ফলশ্রুতিতে সোভিয়েত সরকার প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির সহায়তা দিয়ে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কার্যক্রম শুরু করে।

প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর নিয়ন্ত্রণে একাডেমির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক বিএফডিসিকে প্রদানকৃত দশটি মাছ ধরার আধুনিক ট্রলারের কর্মকর্তাগণ In Service Trainee হিসেবে একাডেমিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করে। তখন একাডেমির নামকরণ করা হয় **'মেরিন ফিশারিজ ট্রেনিং সেন্টার'** এবং বিএফডিসি হতে প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে **জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাই** দায়িত্ব পালন করেন। শুরুর দিকে এখানে ০৮টি বিভাগ ছিল, যথাঃ Navigation, Marine Engineering, Fish Processing Technology, Trawl Operation, Radio Engineering, Refrigeration Engineering, Electrical Engineering. প্রতিষ্ঠালগ্নে একমাত্র অধ্যক্ষ ছাড়া এর শিক্ষকবৃন্দ রাশিয়ান ছিলেন। JOCV, JICA ইত্যাদি বিদেশী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে রাশিয়া, ড্যানিশ, জাপানি বিশেষজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ ৯০ এর দশক পর্যন্ত এ একাডেমিতে কাজ করেছেন। তৎকালীন সময়ে বিশ্বে আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার যে সুবিধাগুলো প্রচলিত ছিল যেমন প্রজেক্টরের মাধ্যমে ফিল্ম প্রদর্শন, মেশিনের মাধ্যমে স্লাইড প্রদর্শন, বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন মডেল, নটিক্যাল ব্রীজ সিমুলেটর, মেরিন ওয়ার্কশপ সুবিধা, ফিশ প্রসেসিং ল্যাবেটরি ইত্যাদির অধিকাংশই এ একাডেমিতে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ কাজে সেগুলো ব্যবহার করেছেন।

পরবর্তীতে ১৯৭৪-৭৫ শিক্ষাবর্ষ হতে একাডেমিতে নিয়মিত ক্যাডেট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় এবং একাডেমির নাম পরিবর্তন করে **'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি'** করা হয়। একাডেমির প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে তৎকালীন সোভিয়েত সরকারের কারিগরি সহায়তায় বেশ কিছু রাশিয়ান প্রশিক্ষক একাডেমিতে নিয়োজিত ছিলেন তাদের মধ্যে চীফ ইন্সট্রাক্টর হিসেবে Mr. V. Kasparovich দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতেন এবং অন্যদেরকেও তাই করার জন্য উৎসাহিত করতেন। মূলতঃ তখন থেকেই কোর্স কারিকুলাম সময়মত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একটি আদর্শ পীঠস্থানে পরিণত হয়।

এছাড়াও একাডেমিতে DANIDA, JICA এর কারিগরি সহায়তায় একাডেমিতে বিভিন্ন সময়ে বিদেশী প্রশিক্ষক মন্ডলী প্রশিক্ষণ কাজে নিয়োজিত ছিলেন। নিম্নে তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো ঃ

Mr. Alexanian, তিনি তৎকালীন সোভিয়েত সরকারের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর কর্মকালীন সময়ে (১৯৭৩-১৯৭৬) একাডেমির ক্যাডেটগণকে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন (১৯৭৫)।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমির স্মরণীয় কিছু মুহূর্ত (১৯৭৫-১৯৯০)

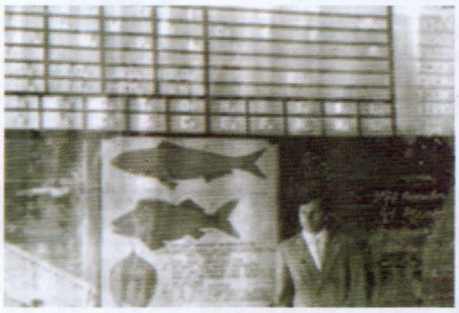

Mr. Alexanian একাডেমির ক্যাডেটদের তত্ত্বীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন (১৯৭৫)।

একাডেমির প্রথম প্রশাসনিক ভবন (১৯৭৫)।

একাডেমির প্রথম ক্যাডেট ব্লক (১৯৭৭)।

একাডেমির খেলার মাঠে (বাম হতে ডানে) : Mr. Tumanov (Instructor & Interpreter), Ms. Tania (Instructor & Interpreter) and Mrs. Suved lana and Her daughters (১৯৭৬)।

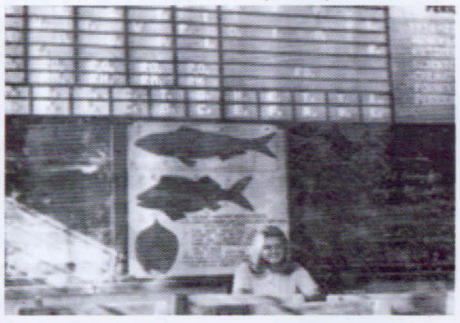

ফিশ প্রসেসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন Instructor & Interpreter Ms. Tania (১৯৭৬)।

জাপানের টোকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নেভিগেশন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক Mr. Sworanaka একাডেমির ক্যাডেটদের নেভিগেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। তিনি JICA এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৮৯-৯০ শিক্ষাবর্ষে একাডেমিতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমির বর্তমান প্রেক্ষাপট

এমএফএ প্রতিবেদক ■

প্রতিষ্ঠার পর মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে ৮টি বিভাগে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে নৌ শিক্ষা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পাঠ্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত বিভাগসমূহ পুনঃবিন্যাস/একত্রিত করে নটিক্যাল, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন ফিশারিজ তিনটি বিভাগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। Internation Maritime Organization (IMO) Convention অনুযায়ী STCW (Standards of Training, Certification and Watch keeping)-95 for seafarers অনুসরণ করে প্রণিত একাডেমির সিলেবাসে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষা বর্ষ হতে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর অধীভুক্তি লাভ করে। শুরুতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ০২ (দুই) বছর মেয়াদী বিএসসি (পাস) নটিক্যাল, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন ফিশারিজ স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করলেও পরবর্তীতে সিলেবাস আপগ্রেড করত ২০০২-২০০৩ শিক্ষা বর্ষ হতে অদ্যাবধি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী বিএসসি (পাস) নটিক্যাল, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন ফিশারিজ স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করে আসছে। বর্তমান সরকারের দূরদর্শিতায় সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালাভ জাতীয় পর্যায়ে মেরিটাইম সেক্টরে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দেশের অন্যতম মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১৮ সালে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি লাভ করে ৩৯তম ব্যাচ হতে ০৪ বছর মেয়াদী বিএসসি (অনার্স) ইন নটিক্যাল সাইন্স, বিএএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৮ সালে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রামকে নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এছাড়া ও ২৫তম ব্যাচ থেকে ২৭তম ব্যাচ (২০০৮-২০০৯) পর্যন্ত ৯৮ জন ক্যাডেট Continuous Discharge Certificate (CDC) প্রাপ্ত হয়। ২৭তম ব্যাচ হতে CDC প্রাপ্তি বন্ধ হয়ে গেলে দীর্ঘ ১০ দশ বছর পর পুনরায় ২০১৮ সালে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক CDC ইস্যু করার প্রজ্ঞাপন জারি হয়। ফলে বর্তমানে ২৭তম ব্যাচ হতে ৩৭তম ব্যাচ পর্যন্ত ক্যাডেটদের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরি প্রাপ্তির সুবিধার্থে বিভিন্ন ধাপে ৪৪০ জন ক্যাডেটদের অনুকূলে CDC ইস্যুর প্রজ্ঞাপন জারি হয়। এছাড়াও আরও কিছু ক্যাডেটের CDC প্রাপ্তি অপেক্ষমান রয়েছে।

Mr. Alexanian ও ২য় ব্যাচের ক্যাডেটবৃন্দ (১৯৭৬)।

সম্পাদকীয়

মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ এ যাত্রা শুরু হল মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বার্তার। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম মেরিটাইম সেক্টরে ক্যাডেট প্রশিক্ষণের জন্য অন্যতম সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একাডেমির বাৎসরিক ঘটনাপঞ্জি নিয়ে ক্রোড়পত্রটি সাজানো হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচিতি আরও ছড়িয়ে পড়বে এই ভাবনা থেকেই বাৎসরিক ক্রোড়পত্র মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বার্তা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। বিজয়ের ৪৮ বৎসর পূর্তিতে সকলের প্রতি রইল অফুরন্ত ফুলেল শুভেচ্ছা।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এমপি মহোদয় কর্তৃক প্রথম মেরিন ফিশারিজ একাডেমি পরিদর্শন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল কর্তৃক সম্প্রতি মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন।

ফিসকো মেরিন কর্পোরেশন, কোরিয়া।

ডালিয়ান হংফেং ইন্টারনেশনাল শিপ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ, চায়না।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে ক্যাডেট ভর্তির যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ অফিসার ও নাবিক প্রশিক্ষণ, সনদায়ন, নিয়োগ, কর্মঘন্টা এবং ওয়াচকিপিং বিধিমালা, ২০১১" অনুসারে ডেক ক্যাডেট এবং ইঞ্জিন ক্যাডেট নিয়োগের শর্ত মোতাবেক-

বিএসসি ইন নটিক্যাল সাইন্স এবং বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং (চার বছর মেয়াদী)ঃ

০১. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) বা ও লেভেল (গণিত ও পদার্থবিদ্যাসহ) অথবা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০।

০২. উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) বা এ লেভেল (গণিত ও পদার্থবিদ্যাসহ) অথবা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০।

০৩. উচ্চ মাধ্যমিক বা এ লেভেল বা সমমানের পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যায় আলাদাভাবে নূন্যতম জিপিএ ৩.৫ এবং ইংরেজিতে ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ অথবা IELTS গড় স্কোর ৫.৫ থাকতে হইবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ (চার বছর মেয়াদী) ঃ

০১. মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) বা ও লেভেল (জীববিদ্যা ও রসায়নসহ) অথবা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০।

০২. উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) বা এ লেভেল (জীববিদ্যা ও রসায়নসহ) অথবা সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ ।

০৩. উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় অবশ্যই জীববিদ্যা ('সি' গ্রেড) থাকতে হইবে।

সাধারণ যোগ্যতা	ঃ
বয়স	ঃ সর্বোচ্চ ২১ বৎসর।
সাঁতার	ঃ সাঁতার জানা আবশ্যক (পুরুষ প্রার্থীদের জন্য প্রযোজ্য)।
সাধারণ	ঃ অবিবাহিত বাংলাদেশের নাগরিক।
শারীরিক মান	ঃ
উচ্চতা	ঃ পুরুষ ঃ ১৬২.৫ সেমি এবং মহিলা ঃ ১৫৫ সেমি (নূন্যতম)।
ওজন	ঃ বডি মাস ইনডেক্স অনুসরণকরতঃ উচ্চতা অনুযায়ী হইবে।
দৃষ্টিশক্তি	ঃ নটিক্যাল ঃ ৬/৬।
মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	ঃ নূন্যতম ৬/১২।
মেরিন ফিশারিজ	ঃ নূন্যতম ৬/১২।
কালার ভিশন	ঃ স্বাভাবিক (মহিলা প্রার্থীদের জন্য শিথিলযোগ্য)।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে পাশকৃত ক্যাডেটদের চাকুরির ক্ষেত্রসমূহ

এমএফএ প্রতিবেদক ■

সামুদ্রিক মৎস্য খাতের সার্বিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে ক্যাডেটদের জন্য নটিক্যাল, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন ফিশারিজ এই ০৩ (তিন)টি বিভাগে ০৪ বছর মেয়াদী বিএসসি (অনার্স) কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। পেশাগত শিক্ষা বিধায় এ সকল কোর্সে অধ্যয়নরত ক্যাডেটরা Continuous Discharge Certificate (CDC) এর সুবাধে দেশী-বিদেশি সমুদ্রগামী মৎস্য ও বাণিজ্যিক জাহাজে বিভিন্ন ট্রেডে চাকুরীর ব্যাপক সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া সমশ্রেণী অন্যান্য পেশায় তাদের চাকুরী সংক্রান্ত সুযোগ নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রঃ	বিভাগ	পেশা সংশ্লিষ্ট বিবরণ
০১.	নটিক্যাল	ক) দেশ বিদেশের সমুদ্রগামী মৎস্য ও বাণিজ্যিক জাহাজে নেভিগেটর। খ) বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সার্ভেয়ার, ইত্যাদি। গ) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা। ঘ) মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। ঙ) বিভিন্ন মেরিটাইম প্রতিষ্ঠানে সেইফটি ও সিকিউরিটি কর্মকর্তা। চ) মেরিটাইম সেক্টরে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান ইত্যাদি।
০২.	মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	ক) দেশ বিদেশের সমুদ্রগামী মৎস্য ও বাণিজ্যিক জাহাজের মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। খ) বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। গ) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা। ঘ) শিপইয়ার্ড, শিপ বিল্ডার প্রতিষ্ঠান ও ড্রাইডকের ইঞ্জিনিয়ার। ঙ) পোর্ট ও হারবার ইঞ্জিনিয়ার। চ) মেরিটাইম সেক্টরে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান ইত্যাদি।
০৩.	মেরিন ফিশারিজ	ক) দেশ বিদেশের সমুদ্রগামী মৎস্য জাহাজে প্রসেসিং ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা। খ) মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার নির্বাহী কর্মকর্তা। গ) বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। ঘ) হ্যাচারী ও অ্যাকুয়াকালচার ফার্মের কর্মকর্তা। ঙ) এনজিও এর মৎস্য বিষয়ক পরামর্শক ও কর্মকর্তা। চ) মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারী এবং অ্যাকুয়াকালচার ফার্মের কনসালটেন্ট। ছ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি সেবা প্রদান ইত্যাদি।

৪১তম ব্যাচ ক্যাডেট ভর্তি

এমএফএ প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রামসহ অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি মেরিন একাডেমিতে নটিক্যাল এবং মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ক্যাডেট ভর্তির প্রক্রিয়া ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং জানুযায়ী ২০২০ মাসে ক্যাডেটরা যোগাদান করবে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ৪১তম ব্যাচে মেরিন ফিশারিজ বিভাগে ক্যাডেট ভর্তির প্রক্রিয়া ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং আগামী জানুয়ারী ২০২০ মাসে একাডেমির ৪১তম ব্যাচে (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে) ক্যাডেটরা যোগদান করবে।

জাতীয় অর্থনীতিতে একাডেমির ভূমিকা

এমএফএ প্রতিবেদক ■

এ একাডেমি হতে পাশকৃত ক্যাডেটের মধ্যে বর্তমানে প্রায় ৯৫০ জনের অধিক ক্যাডেট বর্হিবিশ্বে বাণিজ্যিক জাহাজসমূহে কর্মরত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে যা বার্ষিক প্রায় ৪০.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (হিসাব প্রায় ৪৮০০০ মার্কিন ডলার/ক্যাডেট/বছর)। মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৩-২০১৪ সালের বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ৭৬৮৮৫ মেট্রিক টন মৎস্য ফিশিং ট্রলার দ্বারা আহরণ করা হয়েছে এবং অত্র একাডেমি হতে পাশকৃত ক্যাডেট দ্বারা গভীর সমুদ্রগামী এই সব ফিশিং ট্রলার পরিচালিত হয়।

ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব সিস্টেমের উদ্বোধন

এমএফএ প্রতিবেদক ■

একাডেমিতে 'এডভান্সড ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট উইথ ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব সিস্টেম চালু করা হয়েছে। গত ২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখ রোজ রবিবার চট্টগ্রাম মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ইনফরমেশন টেকনোলজি ল্যাবে এ সিস্টেমের উদ্বোধন করা হয়। 'এডভান্সড ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট উইথ ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব সিস্টেমটি টেক্সার সফটওয়্যার টেকনোলজি লিমিটেডের উদ্ভাবন। টেক্সার সফটওয়ার টেকনোলজি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন বাবুল ভূঁইয়া বলেন, 'এডভান্সড ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট উইথ ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব সিস্টেম' সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার রসধমব কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। টেক্সার সফটওয়্যার টেকনোলজির উদ্ভাবিত এ সফটওয়্যার মেরিন ফিশারিজ একাডেমির মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছে। ইনশাআল্লাহ এ সিস্টেম দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পাঠদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয় এ সিস্টেম ব্যবহার করে কার্যকর শিক্ষা শৈলী রপ্ত করতে পারবে। এ বিষয়ে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির উর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর (মেরিন) প্রকৌশলী সরোজিত কুমার মন্ডল বলেন, 'একাডেমিতে এ সিস্টেম নতুন মাত্রা যোগ করবে। বর্তমান সরকার দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে। দেশে প্রযুক্তিখাতে নিরব বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে। এ অগ্রযাত্রায় আমাদের পিছিয়ে গেলে চলবে না। প্রতিটি একাডেমিতে যদি শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করতে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, তাহলে দেশ ডিজিটালাইজেশনের দিকে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে।' এ বিষয়ে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মাসুক হাসান আহমেদ বলেন, আমি আমার একাডেমির সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য সমৃদ্ধ ও প্রযুক্তি নির্ভর পাঠদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় টেক্সার সফটওয়্যার টেকনোলজির সহায়তায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে এডভান্সড ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট উইথ ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব সিস্টেম যুক্ত করি। এ সিস্টেম শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসরুমে আরো মনোযোগী ও আগ্রহী করে তুলবে এবং শিক্ষকগণও আনন্দের সাথে পাঠদান করতে পারবেন। শিক্ষক নিজের অবস্থান থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।' উক্ত 'এডভান্সড ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট উইথ ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব সিস্টেম' উদ্বোধনকালে একাডেমির সকল কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান/উৎসব

গ্রাজুয়েশন প্যারেড ২০১৯

এমএফএ প্রতিবেদক ■

গত ০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১০-০০ ঘটিকায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ৩৭তম ব্যাচের ক্যাডেটদের 'গ্রাজুয়েশন প্যারেড-২০১৮' একাডেমির প্যারেড মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মো: আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি. প্রধান অতিথি এবং একই মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো: রইছউল আলম মন্ডল বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মাসুক হাসান আহমেদ, (জি), পিপিএম, পিএসসি, বিএন সম্মানী সালাম গ্রহণ করেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর ভাষণের শুরুতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের ৩০ লক্ষ বীর শহীদদের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্লু ইকোনমির উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন সমুদ্রসীমা জয়ের পর বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মোচন হলো। টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ, আহরণ ও টেকসই ব্যবহার (SDG-14) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান সরকার বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ একাডেমির ক্যাডেটগণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, এ একাডেমির ক্যাডেটদের নৌ বাণিজ্য জাহাজে চাকুরি লাভের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় Seaman Book / Continuous Discharge Certificate (CDC) ইস্যুর ফলে একাডেমির ক্যাডেটদের কর্মক্ষেত্র বহি:বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। এ জন্য তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, সরকারি শিপিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৫ আগস্ট ২০১৯ উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি

এমএফএ প্রতিবেদক ■

গত ১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয়ভাবে শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। সকাল ০৭.৪৫ ঘটিকায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমির অধ্যক্ষের নেতৃত্বে কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ক্যাডেটগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সমগ্রদিন ব্যাপী জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ০৮.৩০ ঘটিকায় একাডেমির অডিটোরিয়ামে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত এবং দোয়ার মাধ্যমে দিবসের অন্যান্য কর্মসূচী শুরু করা হয়। জাতির পিতার সাফল্যমন্ডিত কর্মজীবন ও আদর্শের উপর নির্মিত বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। তন্মধ্যে জাতির পিতার ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ১৯৭২ সালে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে তদানিন্তন মিলিটারি একাডেমিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাচের সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রদত্ত ভাষণ উল্লেখযোগ্য ছিল। একাডেমির অধ্যক্ষ, ক্যাপ্টেন মাসুক হাসান আহমেদ, (জি), পিপিএম, পিএসসি, বিএন জাতির পিতার নৈতিকতা, আদর্শ ও দেশপ্রেম সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন।

আলোচনা সভা শেষে মুমূর্ষ রোগীদের জীবন রক্ষায় "সন্ধানী" চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ইউনিট এর পরিচালনায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ক্যাডেট, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ক্যাডেটদের সমন্বয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচিত প্রতিযোগীদের পুরুস্কার প্রদান করা হয়।

শিক্ষা সফর- ২০১৯

নভেম্বর- ২০১৯ মাসে খুলনায় শিক্ষা সফর করেন একাডেমির ৩৯তম ব্যাচের মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্যাডেটরা।

নভেম্বর- ২০১৯ মাসে কক্সবাজারে শিক্ষা সফর করেন একাডেমির ৩৯তম ব্যাচের নটিক্যাল বিভাগের ক্যাডেটরা।

নভেম্বর ২০১৯ মাসে মিরসরাই, চট্টগ্রাম শিক্ষা সফর করেন একাডেমির ৩৮ ও ৩৯তম ব্যাচের মেরিন ফিশারিজ বিভাগের ক্যাডেটরা।

একাডেমির প্রশাসনিক কর্মকান্ড

প্রধান সম্পাদক
ক্যাপ্টেন মাসুক হাসান আহমেদ, (জি), পিপিএম, পিএসসি, বিএন
অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

সম্পাদক
জনাবা সেলিনা সুলতানা
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (কোয়ালিটি কন্ট্রোল), মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

নির্বাহী সম্পাদক
জনাব মোঃ এমদাদ উল্লাহ্
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (মেরিন), মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

বার্তা সম্পাদক
ক্লিন্টন দে
পিএ টু প্রিন্সিপাল, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

ডিজাইন :
হাসান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

মুদ্রণে :
শব্দমেলা প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

এমএফএ প্রতিবেদক ■

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন এবং সফলভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ অব্যাহত আছে। গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে একাডেমি প্রথম বারের মত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে একাডেমির সকলকে সচেতন করাসহ তা সকল পর্যায়ে প্রতিপালন কাজ অব্যাহত আছে।

ই নথি কার্যক্রম : ই-নথি হলো প্রচলিত নথি ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে নথি নিষ্পত্তির একটি প্রক্রিয়া। ই-নথি কার্যক্রম চালু হওয়ার মধ্যে দিয়ে সরকারী অফিসে কাজের গতি, দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে জনগণ তার কাঙ্খিত সেবা পেয়ে যাচ্ছে। সরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও ই-নথি কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দ্রুত কার্য সম্পাদনের সুযোগ পাচ্ছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দাপ্তরিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করার নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন এর আওতায় ই নথি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মেরিন ফিশারিজ একাডেমি বর্তমানে এ দপ্তরের ৩০% কার্যক্রম ই নথির মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। খুব শীঘ্রই এ দপ্তরে শতভাগ ই নথি ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে বলে আশাবাদী।

ই-জিপি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল (http:// eprocure.gov.bd) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) কর্তৃক তৈরী, গৃহীত ও পরিচালিত। ই-জিপি সিস্টেমটি সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা (পিএ) এবং ক্রয়কারী (পিই)-সমূহের ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য একটি অনলাইন প্লাটফর্ম। এটি একমাত্র ওয়েব পোর্টাল যেখান থেকে এবং যার মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরাপদ ওয়েব ড্যাসবোর্ডের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়। সরকারী ক্রয়কাজে এই সংস্কার কার্যক্রম বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২' এর আওতায় সম্পাদিত হয়েছে। এই পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে সরকারের সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত হয় বিধায় এর মাধ্যমে সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় দরদাতাগণের অবাধ অংশগ্রহণ ও সমসুযোগ সৃষ্টি হবে; এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল সরকারী ক্রয় কার্যক্রম বর্তমানে অনলাইন পদ্ধতিতে (ই-জিপি) সম্পাদন করা হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন মাসুক হাসান আহমেদ, (জি), পিপিএম, পিএসসি, বিএন
অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম

৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা- ২০১৯

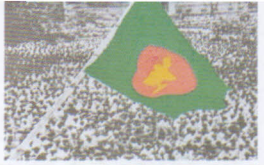

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- ২০১৯

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, মৎস্য বন্দর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম-৪০০০। E-mail : principalmfa@yahoo.com Web : www.mfacademy.gov.bd